ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী পরিবার বাংলাদেশকে শক্তিশালী করে

অস্ট্রেলিয়ায় মতবিনিময় সভায় যুবলীগ কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান

দীপক চৌধুরী: বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরী বলেছেন, খালেদা জিয়া ও তারেকের রাজনীতি, মিথ্যাচারের তেলেসমাতি ছাড়া কিছুই নয়। তারা বাংলাদেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিদিন মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে আসছে। লন্ডনে বসে বঙ্গবন্ধুকে 'অবৈধ প্রধানমন্ত্রী' বলে দেশেবিদেশে তারেক তীব্র সমালোচিত হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কলামিষ্ট ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এক মতবিনিময় সভায় সম্প্রতি তিনি এসব কথা বলেন। অস্ট্রেলিয়া শাখা যুবলীগের উদ্যোগে এ সভাটি আয়োজিত হয়। স্পষ্টবাদী ও খ্যাতিমান যুবনেতা ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, যারা স্বাধীনতা চায় না, যারা পরাজিত শক্তির পদলেহন করে, তারাই নানা রকম কথা বলছে। উন্মাদরা বিভ্রান্ত করতে বিভিন্ন কথা বলবেই। কিন্তু এটাই সত্য যে, ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চালিয়েও কোনো ফল হবে না। গতমাসে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক সম্প্রতি লন্ডনে দুটি সভায় স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে বিতর্কিত দুটি বক্তব্য দেন। একটিতে তিনি জিয়াকে বাংলাদেশের 'প্রথম রাষ্ট্রপতি' হিসেবে দাবি করেন; দ্বিতীয়টিতে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন 'অবৈধ প্রধানমন্ত্রী'। পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর মোশতাক আহমেদ জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করেছিল। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর কেন জিয়াকে সেনাপ্রধান করা হলো? নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনো সংশিøষ্টতা ছিল। যখনই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্ষমতায় এসেছে, তখনই তারা দেশের ক্ষতি করেছে। বিশ্বের অন্য দেশে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় অথচ তারা ক্ষমতায় এলে আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ানো হয় না। মোশতাক আহমেদকে মোনাফেক ও খুনি আখ্যায়িত করে ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করা হয়। অথচ উনি নিজে অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতে ও খুনিদের বাংলার পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে চাকরি দিয়েছেন।

যুবলীগের চেয়ারম্যান বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র শেখ হাসিনার শান্তির দর্শনই জাতিসংঘ ধারণ করেছে। এমনকি গান্ধীর দর্শনও ধারণ করেনি। কারণ শেখ হাসিনা জানেন, কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, কিভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অধীনে যদি সুষ্ঠ নির্বাচন না হতো, তাহলে সাঈদীর ছেলে নির্বাচিত হতে পারতো না। জিয়াউর রহমান দেশে হ্যাঁ-না ভোট করেছেন। এরশাদ প্রতিটি কেন্দ্রে ২০ টা গুন্ডা, ১০ টা হোন্ডা দিয়ে মানুষকে ঠান্ডা করে নির্বাচন করেছেন। আওয়ামী লীগ তা করেনি, করে না। যুবশক্তিকে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন উল্লেখ করে ওমর ফারুক চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেকারত্বের সমস্যা দূর এবং আন্তর্জাতিক শ্রম চাহিদা পূরণের জন্য দেশের বিশাল যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমাদের যুব শক্তি বিশ্বের বিপুল শ্রমের চাহিদা পূরণে সক্ষম। তারা দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে উঠলে দেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বাড়বে রেমিটেন্স প্রবাহের গতি। তখন দেশের জনসংখ্যা আশির্বাদে পরিণত হবে।

উল্লেখ্য, সিডনিতে এই প্রথম আওয়ামী লীগের সকল গ্রুপের নেতৃবৃন্দকে এক মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যায়। সকল আওয়ামী নেতৃবৃন্দ যার যার উদারতায় আওয়ামী লীগের গতিধারাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নেতা ও কর্মী তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার যুবলীগের সভায় উপস্থিত হন। যুবলীগের নেতৃবৃন্দও তাদেরকে ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে বরণ করে নেয়। উক্ত সভায় ডা: লাভলী রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন– গামা আব্দুল কাদির, ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল হক, ডা. নুর-উর-রহমান খোকন, শেখ শামীমুল হক , প্রখাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট অজয় দাশ গুপ্ত, কথাসাহিত্যিক শাখাওয়াত নয়ন, গিয়াস উদ্দিন মোল্লা, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক গাউসুল আজম শাহজাদা, মো: আলী সিকদার, আজমুল হক পাপ্পু, আরাফাত মজুমদার প্রিন্স, খালেদ হোসেইন, অষ্ট্রেলিয়ার ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রুবেল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের সহ-সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান শামীম এবং এলিজা আজাদ টুম্পা।

যুবলীগের এই অনুষ্ঠানের অন্যতম দিক ছিলো যারা দীর্ঘ দিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও বাংলাদেশকে এই প্রবাসী ভূবনে গভীরভাবে শক্তিশালী করেছেন তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান। যাদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন– সর্বজনাব গামা আব্দুল কাদির, ড. আব্দুর রাজ্জাক, ডা. লাভলী রহমান, ডা. নুর-উর-রহমান

খোকন । তারা দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রবাসে আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। দলের সকল কাজে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে নিজেরা দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন।

এবারই সবরকম মান-অভিমান ভুলে অস্ট্রেলিয়া শাখার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতারা একত্র হন অনুষ্ঠিত ওই মতবিনিময় সভায়। সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমানের একাগ্র প্রচেষ্টা ও আওয়ামী নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতায় এবার যা সম্ভব হয়েছে তা গত ১০ বছর ধরেই অস্ট্রেলিয়ায় ছিল অসম্ভব। অনুষ্ঠানে ত্যাগী রাজনীতিবিদ ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দকে 'উত্তরীয়' পরিয়ে সিডনিবাসীদের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। তাদের মধ্যে রয়েছেন– লেখক ও কলামিস্ট অজয় দাশগুপ্ত, আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা মিজানুর রহমান তরুণ, প্রবীণ কমিউনিটি নেতা ওয়ালিউর রহমান টুনু, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অভিজিৎ বড়ুয়া ও আওয়ামী লীগের মাঠ কাঁপানো নেতা আনিসুর রহমান রিতু প্রমুখ। সভায় উপস্থিত আওয়ামী পরিবারের সমস্ত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা বিপুল করতালীর মাধ্যমে দাড়িয়ে তাদেরকে সম্মান জানান।

এ সময় অষ্ট্রেলিয়া যুবলীগের পক্ষ থেকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয় যুবকদের আধুনিক ও গঠনমূলক রাজনীতির অভিভাবক রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার শান্তির দর্শণে অনুপ্রাণিত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনায় উদ্ভাসিত কেন্দ্রীয় যুবলীগের সম্মানিত চেয়ারম্যান, আলহাজ্জ মো: ওমর ফারুক চৌধুরীকে। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির আপন ছোট বোন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপন ভাগ্নী শেখ সুলতানা রেখা।

অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া যুবলীগের গত দুবছরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও হেফাজতে ইসলামীর আড়ালে বিএনপি-জামায়াত এর গত বছরের হিংস্র তাণ্ডবলীলা ও মানুষ হত্যার একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। সবশেষে হল ভর্তি আওয়ামী যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যান্ড সঙ্গীত উপভোগ করেন।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী

আওয়ামী যুবলীগ অস্ট্রেলিয়া শাখা

মিথ্যাচারের
মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী

মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী

মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী